এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ

দিনাজপুর

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ভূমিকা ঃ

এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ (পূর্বনামঃ দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ), বাংলাদেশের রংপুর বিভাগের দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত, যা ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চিকিৎসা অনুষদের অন্তর্ভুক্ত একটি মেডিকেল কলেজ।

কাটারিভোগ চাল আর লিচুর জন্য বিখ্যাত দিনাজপুরের আনন্দ সাগর এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম সুন্দর এই ক্যাম্পাস মায়া দিয়ে এভাবেই বেঁধে রেখেছে দেশের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে পড়তে আসা শিক্ষার্থীদের। দেশের সীমানা পেরিয়ে ভারত, পাকিস্তান, ভুটান, নেপাল প্রভৃতি দেশ থেকেও প্রতিবছর শিক্ষার্থীরা পড়তে আসছেন এখানে। ১৯৯২ সাল থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা এই মেডিকেল কলেজ ইতিমধ্যেই শিক্ষার মান ও পরিবেশের দিক দিয়ে সবার মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে। এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করে এ পর্যন্ত বের হয়ে যাওয়া এই কলেজের ২৭টি ব্যাচের শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দক্ষতার সঙ্গে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন এবং দেশ-বিদেশে সফলতার সঙ্গে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন।

সেবামূলক সংগঠন সন্ধানী ও মেডিসিন ক্লাবের পাশাপাশি এ কলেজের সাংস্কৃতিক সংগঠন ঐকতান, ডিবেট ক্লাব, মুভি ক্লাব প্রভৃতি সংগঠন শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।

রাজনৈতিক অস্থিরতামুক্ত ক্যাম্পাস, পর্যাপ্ত আবাসিক ব্যবস্থা, সুবিশাল খেলার মাঠ আর জুনিয়র-সিনিয়র সুসম্পর্ক দিচ্ছে এখানে সর্বোচ্চ শান্তিময় পরিবেশের নিশ্চয়তা। আর শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শেখার জন্য পাশে তো রয়েছেই ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর।

দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ ১৯৯২ সালে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ নামে যাত্রা শুরু করে এবং ১লা জুলাই ২০০০ সালে দিনাজপুর শহরে আনন্দ সাগর এলাকায় নতুন ভবনে কার্যক্রম শুরু করে।

বর্তমান ইতিহাস ঃ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, ভাষা সৈনিক, মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, দিনাজপুরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, মাটি ও মানুষের প্রিয় নেতা-

এম আব্দুর রহিম

নতুন নাম করণ ঃ

২০১৭ সালে বাংলাদেশ সরকার কলেজটির নাম দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ থেকে পরিবর্তন করে এম আবদুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর নামকরণ করে।

উল্লেখ ১৯৯১ সালে দিনাজপুর সদর আসন থেকে নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য এম আব্দুর রহিম একজন সৎ ও আদর্শবান রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত। এম আব্দুর রহিম ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন। ১৯৭১ সালে ১৭ এপ্রিল মুজিব নগর সরকার গঠিত হলে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সারা দেশকে ১১টি বেসামরিক জোনে ভাগ করা হয়। মুজিব নগর সরকার এম আব্দুর রহিমকে পশ্চিম জোন-১ এর জোনাল চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বৃহত্তর দিনাজপুর পুনর্গঠনে তিনি আত্মনিয়োগ করেন এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এম আব্দুর রহিম দিনাজপুর-৩ আসন হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ জনাব ইকবালুর রহিম, এম.পি-এর পিতা।

অধ্যাপক এ এফ এম নূরউল্লাহ

এম.ফিল (রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং)

অধ্যক্ষ

এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর।

মোবাইল ঃ ০১৭১৮-৬১৩৪৮৪

ই-মেইল ঃ afmnurullah@yahoo.com

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ নাদির হোসেন

এম.এস (অর্থোপেডিক্স সার্জারী)

উপাধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)

এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর।

মোবাইল ঃ ০১৭১২-২০৮১৭৬

ই-মেইল ঃ drnadirdjmch@gmail.com

E-mail : dinajmc@ac.dghs.gov.bd Website : marmcd.edu.bd

প্রাক্তন অধ্যক্ষবৃন্দ

০১। অধ্যাপক ডাঃ এস, এ, এ বারী
০২। অধ্যাপক ডাঃ এ, কে, এস, এম, জিয়াউস সামস আসাদী
০৩। অধ্যাপক ডাঃ এ, জি, এম গোলজার রহমান (ভারপ্রাপ্ত)
০৪। অধ্যাপক ডাঃ মতলুব আহমেদ
০৫। ডাঃ মোঃ মাসুদুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত)
০৬। ডাঃ এম, সাইফুল বারী (ভারপ্রাপ্ত)
০৭। অধ্যাপক ডাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম
০৮। অধ্যাপক ডাঃ সরোজ কুমার দাশ (ভারপ্রাপ্ত)
০৯। অধ্যাপক ডাঃ মোঃ হামিদুল হক খন্দকার
১০। অধ্যাপক ডাঃ মোঃ কামরুল আহসান
১১। অধ্যাপক ডাঃ কান্তা রায় রিমি
১২। ডাঃ মোঃ আব্দুস সালাম (ভারপ্রাপ্ত)
১৩। অধ্যাপক ডাঃ শিবেশ সরকার
১৪। ডাঃ সৈয়দ নাদির হোসেন (ভারপ্রাপ্ত)
১৫। ডাঃ মোঃ মোমেনুল হক

অনুমোদিত পদ সংখ্যা (শিক্ষক) ঃ

অধ্যাপক-	২৪টি
সহযোগী অধ্যাপক-	৪০টি
সহকারী অধ্যাপক-	৫৯ টি
কিউরেটর-	০২টি
বায়োকেমিষ্ট-	০১টি
প্রভাষক-	৩১টি
প্যাথলজিষ্ট -	০২টি

অনুমোদিত পদ সংখ্যা (কর্মকর্তা/ কর্মচারী)

দ্বিতীয় শ্রেণি-	০২ জন
তৃতীয় শ্রেণি-	৪১ জন
চতুর্থ শ্রেণি-	১২০ জন

এক নজরে

প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ	এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর।
প্রতিষ্ঠানের অবস্থান	ঃ	আনন্দ সাগর, সদর, দিনাজপুর।
প্রকল্প ব্যয়	ঃ	৫৭৯২.৭৮ লক্ষ টাকা (অনুমোদিত)।
প্রকল্প মেয়াদ	ঃ	১৯৯১-১৯২ ইং অর্থ বছর হইতে ১৯৯৬-১৯৯৭ অর্থ বছর পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্প মেয়াদ বর্ধিত করা হইয়াছে (৩০ জুন ২০০০ পর্যন্ত)। বর্তমানে রাজস্বখাতে স্থানান্তর হইয়াছে (০৭ জুলাই ২০০০ হইতে)।
পূর্ত কাজের জন্য ব্যয়	ঃ	৩৯৫০.১২ লক্ষ টাকা (সংশোধিত)।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	ঃ	পিপি অনুমোদন ০২-০৪-১৯৯৪ এবং পিপি অনুমোদন ০৬-০৬-১৯৯৪।
সংশোধিত প্রকল্প মেয়াদ	ঃ	৩০-০৬-২০০০।
সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুমোদন	ঃ	০৫-০৭-১৯৯৮।
কলেজ ক্যাম্পাসে জমির পরিমাণ	ঃ	২৪.৫০ একর।

কর্মপরিধি ঃ

এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুরের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে তৈরী করা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন এবং বর্তমানে মেডিকেল কলেজের একাডেমিক এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা।

সেবা সমূহ ঃ

ক) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরী ও যুগোপযোগী চিকিৎসা সেবা প্রদান।
খ) চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যে আনুপাতিক হারের সামঞ্জস্যতা তৈরী করা।
গ) চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়ন।
ঘ) নার্সিং সেবার মান উন্নয়ন।
ঙ) জেলা পর্যায়ে নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষার মান ও হার উন্নয়ন।

ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণ তথ্য ঃ

কলেজের মোট ব্যাচ	ঃ	৩২ টি।
পাশ করা ব্যাচ	ঃ	২৭ টি।
বর্তমান ব্যাচ	ঃ	০৫ টি (অধ্যায়নরত)।
বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	ঃ	৮৬১ জন।
পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	ঃ	২১৫১ জন (রা. বি)।
মোট শিক্ষকের সংখ্যা	ঃ	১০১ জন (রা.মে.বি)।
ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসের সংখ্যা	ঃ	(০১+০১)=০২ টি।
আসন সংখ্যা (প্রতি বছর ভর্তি)	ঃ	১৮০ জন (২০২২-২০২৩ শিক্ষা বছর পর্যন্ত)। ২০২৩-২০২৪=২০০ জন হবে।

আসন সংখ্যা

১৯৯১-৯২ সেশন হতে ২০০৪-০৫ সেশন পর্যন্ত অত্র কলেজের অনুমোদিত আসন সংখ্যা	ঃ ৫০ টি
২০০৫-০৬ সেশন হতে ২০০৬-০৭ সেশন পর্যন্ত অত্র কলেজের অনুমোদিত আসন সংখ্যা	ঃ ১০০ টি
২০০৭-০৮ সেশন হতে ২০১০-১১ সেশন পর্যন্ত অত্র কলেজের অনুমোদিত আসন সংখ্যা	ঃ ১২৫ টি
২০১১-১২ সেশন হতে অদ্যাবধি অত্র কলেজের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ১০% বৃদ্ধি করিয়া	ঃ ১৪১ টি
২০১৮-১৯ সেশন হতে অদ্যাবধি অত্র কলেজের অনুমোদিত আসন সংখ্যা	ঃ ১৬০ টি
২০২০-২১ সেশন হতে অদ্যাবধি অত্র কলেজের অনুমোদিত আসন সংখ্যা	ঃ ১৮০ জন
২০২৩-২৪ সেশন হতে অদ্যাবধি অত্র কলেজের অনুমোদিত আসন সংখ্যা	ঃ ২০০ জন

বিগত ১০ বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশের বিবরণ ঃ

২০১৩ সাল	= ১২৩ জন	২০১৯ সাল	= ১৬৮ জন
২০১৪ সাল	= ১৩০ জন	২০২০ সাল	= ১২৩ জন
২০১৫ সাল	= ১২৯ জন	২০২১ সাল	= ১১২ জন
২০১৬ সাল	= ১৩০ জন	২০২২ সাল	= ১৭১ জন
২০১৭ সাল	= ১৩৮ জন	২০২৩ সাল	= ১১৪ জন
২০১৮ সাল	= ১১০ জন	**গড় পাশের হার = ৭৯%**	

বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী

অধ্যয়নরত বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ঃ ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বর্ষে মোট ০৫ জন (সার্কভুক্ত দেশসমূহের)।

পোষ্ট গ্রাজুয়েশন ঃ

এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুরে গত জানুয়ারী-২০১৫ সেশন হইতে পাঁচটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর (পোস্ট গ্রাজুয়েট) কোর্স চালু হয়েছে। চালু হওয়া বিষয় পাঁচটি হলো-

- ডিপ্লোমা ইন অ্যানেসথেসিওলজি (ডিএ)
- ডিপ্লোমা ইন অর্থো-সার্জারি (ডি-অর্থো)
- ডিপ্লোমা ইন অব্স এন্ড গাইনী (ডিজিও)
- ডিপ্লোমা ইন কার্ডিওলজি (ডি-কার্ড)
- ডিপ্লোমা ইন ল্যাবরেটরী মেডিসিন (ডিএলএম)।

গবেষণা ঃ

নিয়মিতভাবে গবেষণা কার্যক্রম চালু আছে। ২০১৯ সালে ০৪ টি বিষয়ে গবেষণা কাজের জন্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

বোন্স লাইব্রেরী (Osteo Library) ঃ

কলেজের একাডেমিক ভবনে একটি সুন্দর বোন্স লাইব্রেরী (Osteo Library) রয়েছে। দিনাজপুর-৩ আসন হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ জনাব ইকবালুর রহিম, এম.পি এই (Osteo Library) উদ্বোধন করেন। এই লাইব্রেরীতে প্রচুর বোন্স এর সংগ্রহ থাকায় শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে শিক্ষাগ্রহনে উপকৃত হচ্ছে।

RT-PCR Lab. :

RT-PCR Lab. সংক্রান্ত তথ্যাদি

১)	RT-PCR মেশিন পৌছায়	ঃ ০৯-০৪-২০২০ খ্রিঃ
২)	RT-PCR মেশিন ইন্সটোলেশন	ঃ ১৯-০৪-২০২০ খ্রিঃ
৩)	Lab. Setup & Application Training Completion	ঃ ২০-০৪-২০২০ খ্রিঃ
৪)	RT-PCR Lab. উদ্বোধন এবং Reporting এর কাজ শুরু হইয়াছে	ঃ ২৬-০৪-২০২০ খ্রিঃ
৫)	RT-PCR Lab. এ নিয়োজিত	ঃ চিকিৎসক - ১০ জন মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট ১২ জন অফিস স্টাফ - ৩১ জন

RT-PCR Lab. -এ মাইক্রোবায়োলজী, প্যাথলজী ও বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগের দক্ষ জনবল কোভিড-১৯ এর রিপোর্ট সংক্রান্ত কাজ নিরলসভাগে করে আসছে।

Xene Expart Lab. :

এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর-এর মাইক্রোবায়োলজী বিভাগে যক্ষা রোগ নির্নয়ের জন্য অত্র অঞ্চলের রোগীদের জন্য Xene Expart Lab. এর মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রতি মাসে গড়ে ৫০ জন রোগীর রোগ নির্নয় করা হয়।

হাসপাতাল ঃ

এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অন্যতম বৃহত্তম হাসপাতাল। এটি ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল। হাসপাতালে ১৭ টি অপারেশন থিয়েটার রয়েছে। যার মধ্যে ১২ টি সাধারণ এবং দুটি জরুরী অপারেশন থিয়েটার। হাসপাতালটি ইউরোলজি এবং রেডিওথেরাপিসহ কয়েকটি নতুন বিভাগ চালু হয়েছে।

মসজিদ ঃ

এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ দিনাজপুর-এর খেলার মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দুটি তলা ভবন বিশিষ্ট মসজিদ অবস্থিত।

শহীদ মিনার ঃ

এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ দিনাজপুর ক্যাম্পাসে দৃষ্টিনন্দন একটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার আছে।

আবাসন সুবিধা ঃ

ছাত্রাবাস ঃ

ছেলেদের হলের নাম ডাঃ মোঃ ইউসুফ আলী হল। এটি খেলার মাঠের পাশে দুটি চারতলা বিশিষ্ট ভবন। ছাত্রাবাসের ভিতরে আলাদাভাবে সুন্দর জবধফরহম জড়ড়স এর ব্যাবস্থা আছে। আরো একটি ১০ তলা বিশিষ্ট ছাত্রাবাস নির্মানের জন্য কার্যক্রম চলছে।

ছাত্রীনিবাস ঃ

মেয়েদের হলের নাম ডাঃ মোঃ তৈয়বুর রহমান হল। এটি তিনটি চারতলা বিশিষ্ট ভবন। এটিতে পূর্ব ভাগ, পশ্চিম ভাগ এবং মাঝের ভাগ নামে তিনটি অংশ রয়েছে। এখানে ছাত্রীনিবাসের ভিতরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুন্দর একটি জবধফরহম জড়ড়স রয়েছে যা বাংলাদেশে এই প্রথম। আরো একটি ১০ তলা বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস নির্মানের জন্য কার্যক্রম চলছে।

ইন্টার্ন ডক্টর্স বাসভবন ঃ

ইন্টার্ন ডাক্তারদের জন্য দুটি চারতলা বিশিষ্ট ভবন রয়েছে। যার মধ্যে একটি ছেলেদের জন্য এবং একটি মেয়েদের জন্য। মূল হাসপাতালের পিছনে আধুনিক সুবিধাসহ ভবন।

চিকিৎসকগণের বাসভবন ঃ প্রথম শ্রেনীর কর্মকর্তাদের জন্য মোট ১১ টি ভবনে৭৬ টি ইউনিট চিকিৎসকদের বসবাসের জন্য বরাদ্দ আছে।

কর্মচারীগণের বাসভবন ঃ কর্মচারীদের জন্য মোট ১২ টি ভবনে ৮৬ টি ইউনিট বসবাসের জন্য বরাদ্দ আছে।

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ঃ

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ২১০০ বর্গফুট পরিধি যা শুধুমাত্র পড়াশুনার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদাভাবে বসার স্থান রয়েছে।

মোট বইয়ের সংখ্যা ঃ ২৬৮৮৩ টি, জার্নালের সংখ্যা ঃ ১৮৬৪ টি, বই রাখার স্থান ঃ ১৪০০ বর্গফুট।

বাগান ঃ

এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর-এ দুটি সুন্দর ফুলের বাগান, একটি ভেষজ বাগানসহ ক্যাম্পাসে বিভিন্ন রকম ফল ও ফুলের প্রচুর গাছ রয়েছে।

লিফ্ট ঃ

শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য একাডেমিক ভবনে দুটি অত্যাধুনিক লিফ্ট চালু আছে।

ক্যান্টিন, ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর ও লন্ড্রী ঃ

শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ক্যান্টিন, ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর ও লন্ড্রী চালু আছে।

বৈদ্যুতিক লাইন ঃ

আন্ডারগ্রাউন্ড লাইনের মাধ্যমে সমস্ত মেডিকেল কলেজে বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগ কার্যক্রম চলমান আছে।

জিমনেশিয়াম

কেন্দ্রীয় পানির পাম্প ঃ

আলাদা আলাদা সাব-মারসিবল পাম্পের মাধ্যমে শিক্ষক, ইন্টার্ণ ডক্টর্স, ছাত্র-ছাত্রীনিবাসে এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের আবাস স্থলে পানির সরবরাহ ব্যবস্থা চলমান। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ভাবে গভীর নলকূপের সাহায্যে পানির চাহিদা পূরণ করা হয়।

মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম ঃ

১০০০ আসন বিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম নির্মানের কাজ শেষের পথে

একাডেমিক ভবনের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ ঃ

একাডেমিক ভবনে চতুর্থ তলা উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণের কাজ শেষ হওয়ার পথে।

উপসংহার ঃ

১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে কলেজটি ভাড়া বাসায় যাত্রা শুরু করে। সময়ের পরিক্রমায় উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বর্তমানে কলেজটি নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে একশত ভাগ আবাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষ হতে ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হবে। ভবিষ্যতে উন্নয়নের ধারাবাহিক অগ্রযাত্রায় কলেজটির আরোও উন্নত ও সমৃদ্ধশালী হবে, এই প্রত্যাশা সকলের।